ক্বদমীয়া তরীক্বার ইমাম শাহ্‌সূফি মাওলানা সৈয়দ আমজাদ আলী (র.)

কায়ছার উদ্দীন আল-মালেকী

মানুষের অন্তরে হেদায়াতের নূর জ্বালিয়ে দেবার জন্য আল্লাহ পাক যুগ-যুগান্তরে অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরামদের এ ধরণীতে প্রেরণ করেছেন। তারই ধারবাহিকতায় উনবিংশ শতাব্দীতে আল্লাহ পাক একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও প্রখ্যাত আধ্যাত্মবিদকে বাংলার জমিনে পাঠিয়েছেন। যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.)'র বাম ক্বদম মুবারক দান করেছেন। তাঁর নাম শাহ্ সূফি সৈয়দ মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অসংখ্য ভ্রান্ত পথের পথিক সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান পেয়েছে। শাহে ক্বদমী, পাউসারের পীর ক্বেবলা বা মুহিউল কুলুব মাহবুবে রহমানী নামে তিনি সুপরিচিত ও সমাদৃত। এ মহান ব্যক্তি ঢাকা জেলার সদর মহকুমার নবাবপুর থানার অন্তর্গত বনবন্তচর গ্রামে তৎকালীন সময়ের প্রধান বিচারপতি হজরত সৈয়দ কাজী এনায়েত উল্লাহ (র.)'র ঘরে ২৯ ই জুলাই ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে বাংলাদেশী হলেও বংশীয়সূত্রে তিনি আরবদেশীয়। বাংলাদেশের ঢাকার মিরপুরে শায়িত প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক হজরত মাওলানা সৈয়দ শাহ্ আলী বোগদাদী (র.)'র সফর সঙ্গী হজরত সৈয়দ শাহ্ মুহাম্মদ হাছন তেগ বোরহান (র.) হলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। পারিবারিক পরিবেশে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ৮/৯ বছর বয়সে কুরআন শরীফ খতম করেন। তাঁর মেধা ও তাকওয়া দেখে শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁর প্রিয় ওস্তাদ মাওলানা দীন মুহাম্মদ (র.)'র কাছে ১০ বছর বয়সি ছেলেকে ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সোপর্দ করেন। কিছুদিন পর পিতা মারা যায়। আদব-আখলাক, চাল-চলন, মেধা, তাক্বওয়ায় খুবই উচ্চ মার্গীয় ছিল বিধায় মাওলানা সাহেব তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজের কাছে রেখে দেন। আমজাদা আলী সাহেবকে মাওলানা সাহেব সন্তানের মত স্নেহ-মমতা করতেন এবং শাহ্‌দাজা বলে সম্বোধন করতেন। পাঠদানের সময় সামনে বসিয়ে দরস দিতেন। এমনকি কোথাও সফরে গেলে এক সাথে নিয়ে যেতেন।

আল্লাহর মমতায় ও ভয়ে ধ্যানরত সকলে মনে করতেন আল্লাহ পাক তাঁদের শাহ্‌রগ থেকেও নিকটে অবস্থান করছে। তাঁর সাথে যাঁরা নামাজে দাঁড়াতেন তাঁদের হুজুরী ক্বলব চলে আসতো। দুনিয়ার সমস্ত খেয়াল অন্তর থেকে দূরীভূত হতো

এভাবে ৩/৪ বছর মাওলানা দীন মুহাম্মদের সোহবতে পাঠগ্রহণ করে ভারতে চলে আসেন এবং কলিকতা আলীয় মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন শেষ করে কলিকতা আলীয় মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তখনকার সময়ে কলিকতা আলীয়া মাদ্রাসায় হেড মাওলানা ছিলেন শামসুল উলামা মাওলানা কলকাত্তাবী। কলিকতা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতাকালীন সময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বলে রাখা প্রয়োজন যে, ছোটবেলায় আকাশের নিচে একাকি হাঁটার সময় একটি লালবর্ণের আলো তাঁর দিকে পতিত হত; এমনকি ঘুমের মধ্যেও এ স্বপ্নটি দেখতেন। এ ঘটনা ও স্বপ্নটি পিতাকে জানালে তিনি বেশ খুশি হন এবং তাঁকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেবার মনস্থ করেন। কলিকতা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতাকালীন সময়ে হজরত সৈয়দ মাওলানা কবি ফতেহ আলী ওয়াইসী (র.)'র হাতে বায়'আত হন এবং তরীক্বতের খেলাফত লাভ করেন।

একদা ওয়সি হজরতের খাস কক্ষে মুরাক্বাবার সময় তিনি প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (দ.) জেয়ারত নসিব হয়। নবীজি (দ.) তাঁকে বললেন, 'তোমাকে আমার ক্বদম দান করলাম'! এ ঘটনা ওয়সি হুজুরকে জানালে, ওয়সি হুজুর ঐশী আবেগে অভিভূত হয়ে বলেন, 'এসো বাবা! আমার চোখের সামনাসামনি বসো'। ওয়সি হুজুর বললেন, 'বাবা! আমি এ ক্বদমের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। সর্বদা ইহার জন্য কান্নাকাটি করতাম। তোমার প্রতি নবী করিম (দ.)'র ফয়েজ (অনুগ্রহ) সত্য এবং আতা'য়ী ও ইজতেবায়ী ও বটে'। এ নেয়ামতের শোকর গুজারী করো; আমিও আল্লাহ তা'আলার দরবারে শোকর আদায় করছি। আতা'য়ী অর্থ- আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা বা পাওয়া আর ইজতেবায়ী অর্থ- নির্বাচিত করা।

উল্লেখ্য যে, নবী করিম (দ.)'র ক্বদম মুবারকের জন্য আল্লাহ পাক আমজাদ আলী সাহেব কে নির্বাচিত করেছেন এবং এ ক্বদম মুবারক আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছেন। প্রায়শ রাসূল (দ.) আমজাদ আলী (র.) কে সম্বোধন করে বলতেন, 'আমার ক্বদমই তোমার জন্য যথেষ্ঠ'। অনেক সময় নবীজি (দ.) নিজ ক্বদমের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, 'ইহাই তোমার জন্য যথেষ্ঠ'। এভাবে ১ বছর কেটে যায়। তৎপর ৮ ই জামাদিউল আউয়াল রোববার ১৩০০ হিজরী (১৭ ই মার্চ শনিবার ১৮৮৩ সাল) নবী করিম (দ.) তাঁকে বললেন, 'ইয়া ক্বদমী' (হে আমার ক্বদম) এবং 'আনতা ক্বদমী' (তুমিই আমার ক্বদম)। উক্ত মাসের ৯ ই জামাদিউল মাসের সোমবার রাতে মুরাক্বাবায় হুজুরী ফয়েজের সময় আল্লাহ পাক কুদরতী জবানে তাঁকে ইলহাম করে বললেন, 'তোমাকে আমার প্রিয় হাবীব (দ.)'র উছিলায় তরীক্বায়ে ক্বদমীয় বকশিশ করলাম এবং এটির নাম তরীক্বায়ে ক্বদমীয়া'। এ রহমত লাভের পর হাবীবে হক্ব (দ.) তাঁর দিকে খাস তাওয়াজ্জুহ প্রদান করলেন। সেইসময় তাঁর মাথা থেকে নাভী পর্যন্ত পাক পাঞ্জেতনের প্রেমে অভিভূত হয়ে আত্মহারা হয়ে যায় অর্থাৎ আলে আবার বরজখের মধ্যে ফানা হয়ে যায়। উক্ত মাসের বুধবারের এক মহিমান্বিত রজনীতে নবী করিম (দ.) তাঁকে উক্ত তরীক্বার ৯ মাক্বামের ফয়েজ, উরুজ, নুজুল, ছয়র ও ছুলুকসহ ভালভাবে সমাপ্ত করে খেলাফতের ফয়েজ দ্বারা ভূষিত করে বললেন, 'তুমি আমার খলিফা। আমার উম্মতদের তরীক্বায়ে ক্বদমীয়ার দিকে আহ্বান করো। তোমার যা প্রাপ্য আছে তা আগামী মহররম মাসে খোদা তা'আলার নিকট পাবে।' এরপর থেকেই রাসূল (দ.)'র নূরানী নজর তাঁর উপর পতিত হলে; অনুরূপ ফানা হয়ে যেতেন। এক বরকতময় রজনীতে ফজরের নামাজের পূর্বে স্বপ্নে দেখলেন হজরত মাওলা আলী শেরে খোদা (রাদ্বি.) শূন্যের উপর একটি রাজকীয় রাজসিংহাসনে বসে আছেন। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হজরত আলী (রাদ্বি.) তাঁকে বললেন, 'আমার বায়'আত ব্যতিত বেলায়াত প্রকাশ পায়না! অতএব তুমি আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করো।' স্বয়ং নবীজি (দ.) তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমজাদ আলী (র.) নিজের হাতকে প্রসারিত করে হজরত মাওলা আলী (রাদ্বি.)'র হাতের সাথে রেখে বায়'আত গ্রহণ করলেন। এভাবে তিনি মাওলা আলী (রাদ্বি.) থেকে ইলমে মারিফতের শিক্ষা নেন এবং মাওলা আলী (রাদ্বি.) তাঁর খেলাফত ও বেলায়াত কে সত্যায়িত করে দেন। সাথে সাথে তাঁর ইলমের দ্বারকে উম্মোচন করে সম্প্রসারিত করলেন। কারণ মাওলা আলী (রাদ্বি.) হলেন ইলমের দরজা। এ দরজা ব্যতিত নেয়ামত যেমনি বাইর হয় না তেমনি প্রকাশও পায় না। হাদীসে এসেছে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ অংশের একাংশ এবং ভাল স্বপ্ন সত্য। ১৮৮৪ সালের ১০ ই মহররম সোমবার রজনীতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে মুরাক্বাবার হালতে দেখতে পেলেন, একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভার সভাপতি স্বয়ং নবীজি (দ.) এবং অন্যান্য আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ নিজনিজ আসন অলঙ্কৃত করেছেন। নবী করিম (দ.) এরশাদ করলেন, 'এ সভার উদ্দেশ্য হলো এ ব্যক্তিকে আমি এক নতুন তরীক্বার শিক্ষা দিয়েছি। যে সমস্ত নেয়ামত ও বেলায়াত তাঁর এবং তাঁর সহগামী মুরিদানদের জন্য আল্লাহ পাক বরাদ্দ করেছেন; সেসকল নেয়ামত তাঁকে দান করলাম। সবাই আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করুন, আল্লাহ পাক যেন তাঁকে ফয়েজ ও রহমত দান করেন। আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে দোয়াতে যোগদান করুন।' এ বলে নবীজি (দ.) হাত মুবারক উত্তোলন করলেন। সমবেত সকল আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ দোয়া কবুলের জন্য আমিন, ছুম্মা আমিন বলতে লাগলেন।

সেসময় তিনি নবীজি (দ.)'র ক্বদমের নীচে দাঁড়িয়ে দোয়া মাহফিলে শরীক হন। দোয়া কবুলের নিদর্শন স্বরূপ একটি উজ্জ্বল আলোক রশ্মিতে সভা আলোকিত হয়ে উঠল এবং ৪টি জিনিস পরিলক্ষিত হলো- (১) তরবারি (২) খাঞ্জা (৩) মুক্তাখচিত কারুকার্য্য শোভিত তাজ (মুকুট) (৪) লাল ও সবুজ মিশ্রিত সবুজ রঙ্গের আবা (হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সামনে খোলা বোতামহীন ঢিলে জামা বিশেষ)। দেখতে পেলেন তরবারি ও খাঞ্জা শূন্যের উপর; তাজ ও আবা হজরত মুহাম্মদ (দ.)'র শাহি তখতের উপর রক্ষিত। তাজটি রাসূল (দ.) তাঁর মাথায় পরিধান করে বললেন, এটি ইমামতির তাজ। আর আবাটি পরিধান করে বললেন এটি বেলায়াতের আবা। দু'হাতে তরবারি ও খাঞ্জাটি দিয়ে বললেন, খাঞ্জাটি আল্লাহর রহমতের এবং তরবারিটি আল্লাহর গজবের নিদর্শন। এ সমস্ত নেয়ামত প্রদেয় করার পর নবী করিম (দ.) পুনরায় হাত মুবারক উত্তোলন করে বলতে লাগলেন- হে আল্লাহ! তাঁকে এবং তাঁর তরীক্বার অনুগামী সকলকে ইহকাল ও পরকালে রক্ষা করিও। আমিন, ছুম্মা আমিন।'

উল্লেখ্য যে, হজরত মাওলনা সৈয়দ আমজাদ আলী (র.) যে সমস্ত নেয়ামত ও মহামূল্যবান জিনিসপত্র অর্জন করেছেন সবি হজরত সৈয়দ মাওলানা সূফি ফতেহ আলী (র.)'র সান্নিধ্যে থাকাকালীন সময়ে হাসিল করেছেন। ওয়সি (র.) তরীক্বায়ে ক্বদমীয়া এবং অন্যান্য বিষয়াদি বিশ্লেষণ ও অনুমোদন এবং সত্যায়ন করেছেন। রাসূল (দ.)'র নির্দেশিত পন্থায় নতুন তরীক্বার প্রচার ও প্রসারের জন্য ওয়সি হজরতের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তরীক্বত প্রচারে পুরোগামী হতে নির্দেশ প্রদান করেন। তৎপর কলিকতা আলীয়া মাদ্রাসার থেকে ইস্তফা নিয়ে কলকতা হতে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে এসে তরীক্বা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হাতে ধরে বহু জ্বিন-ইনসান সিরাতুল মুস্তাকিমের সুশীতল ছায়ায় আশ্রিত হয়েছে। দশ বছর পিত্রালয় অবস্থান করেন; পরবর্তীতে ঢাকার নবাবপুর হতে ২৫ কি.মি দূরে মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানার উত্তর পাউসার গ্রামের শেখর নগর ইউনিয়নের এক অরণ্যে গাছগাছালি পরিষ্কার করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সবসময় সাদা পোশাক পরিধান করতেন। দিবারত্রি আল্লাহর এবাদাতে মশগুল থাকতেন; বৃথা আলাপ করতেন না। অক্ষরে অক্ষরে ক্বদমে ক্বদমে শরিয়তের পাবন্দ ছিলেন। ভক্ত ও মুরিদানদের এ ব্যাপারে ছাড় দিতেন না। দাওয়াত ছাড়া কারো বাড়ীতে পা রাখতেন না। শরিয়ত বহির্ভূত কর্ম সম্পন্নকারী ও সুদখোরে নিকট থেকে এক গ্লাস পানিও পান করতেন না। তাঁর সান্নিধ্যে থাকাকালীন মানবের ক্বলব থেকে দুনিয়াবী চিন্তা-চেতনা দূরীভূত হয়ে যেতো এবং মানুষের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব (দ.)'র প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। প্রতি ওয়াক্তে নামাজান্তে মুরাক্বাবায় বসতেন। ফজর, মাগরিব এবং এশার পর মুরিদদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ মুরাক্বাবা সমাধা করতেন। মুরাক্বাবার সময় সকলকে বলতেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্মুখে হাজির এই কথা মনে করে ধ্যানে রত হও"।

তাঁর তাওয়াজ্জুহ ও ফয়েজে মানবের মুর্দা ক্বলব জারি হয়ে "আল্লাহ" "আল্লাহ" ধ্বনিতে ক্বলব জারি হতো। আল্লাহর মমতায় ও ভয়ে ধ্যানরত সকলে মনে করতেন আল্লাহ পাক তাঁদের শাহ্‌রগ থেকেও নিকটে অবস্থান করছে। তাঁর সাথে যাঁরা নামাজে দাঁড়াতেন তাঁদের হুজুরী ক্বলব চলে আসতো। দুনিয়ার সমস্ত খেয়াল অন্তর থেকে দূরীভূত হতো। তাঁর সমস্ত মুরিদানদের ক্বলব জেন্দা ছিলো। মুরিদানদের তাওয়াজ্জু প্রদানকালে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী কারো মনে দুনিয়াবী খেয়াল চলে আসলে তৎক্ষণাৎ সাবধান করে দিতেন। ধনী-গরীব সকলকে সমানভাবে স্নেহ করতেন। দুনিয়াদার ব্যক্তির কদর তাঁর কাছে ছিলো না। অহঙ্কারীদের তিরষ্কার করতেন। অল্পাহার করতেন। বাংলাদেশ ও ভারত হাজারো মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন ও নয়নের মণি হজরতুল্লামা শাহ্ সূফি সৈয়দ আমজাদ আলী (র.) ২ই শাবান ১৩৩০ হিজরী (১৭ ই জুলাই ১৯১২ সাল) অমর কীর্তি রেখে ইহজগৎ ত্যাগ করেন।

লেখক : সুফিবাদী গবেষক ও কবি